চুয়াডাঙ্গায় জমে উঠেছে ঈদ বাজার

চুয়াডাঙ্গায় পবিত্র মাহে রমজানের শুরুতে জমে উঠেছে আসন্ন ঈদুল ফিতরের ঈদ কেনাকাটা। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের চুয়াডাঙ্গা জেলায় এবার জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা। ঈদ যতই এগিয়ে আসছে ক্রেতা- বিক্রেতাদের ব্যস্ততা ততই বাড়ছে। এখন দোকানিদের এক মুহূর্তও দম ফেলার উপায় নেই। ক্রেতারাও সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ব্যস্ত কেনাকাটায়।

ঈদ উপলক্ষে এবার শহরের অভিজাত বিপণীবিতানগুলো বর্ণিল আলোকসজ্জায় সজ্জিত হয়েছে। রমজানের প্রথম সপ্তাহ ও নবম রোজা থেকে শহরের বাজারগুলোতে ঈদের কেনাকাটা ব্যস্ত সময় পার করছে দোকানীরা।

শনিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নিউ মার্কেট, আব্দুল্লাহ সিটি, আলী হোসেন সুপার মার্কেট, মুন্সী সুপার মার্কেট, প্রিন্স প্লাজা, বিগ বাজার ও মালিক টাওয়ার ঘুরে দেখা গেছে সব মার্কেটেই উপচে পড়া ভিড়।

ঈদ কেনাকাটা করতে আসা ক্রেতা ফাহাদ হোসেন বলেন, এবার ঈদে পোষাকের দাম তুলনামূলক একটু বেশি। সেইসাথে রমজানের যেহেতু দ্বিতীয় সপ্তাহ চলছে ভাবলাম একটু ভিড় কম হবে কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণের ভিড় হচ্ছে মার্কেট গুলোতে।

চুয়াডাঙ্গা নিউ মার্কেটের নিউ থ্রি- পিচ বস্ত্রালয়ের পরিচালক মানিক বলেন পবিত্র মাহে রমজানের দ্বিতীয় সপ্তাহে থেকে ক্রেতাদের আগমন শুরু হয়েছে সেইসাথে আমরা আশা করছি পবিত্র ঈদুল ফিতরের ঈদ আসতে আসতে এবং রমজানের শেষের দিকে আরও বেশি পরিমাণের ক্রেতা আসবে ও বেঁচাকেনা ভালো মানের হওয়ার আশা করছি।

চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার ও নিউ মার্কেট এলাকায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন বলেন, ঈদের কেনাকাটা নির্বিঘ্ন করতে এবং ক্রেতাদের বাড়তি নিরাপত্তা দিতে

আমরা সর্বপরি প্রস্তত আছি, শহরে বিভিন্ন স্থানে পোশাকী পুলিশ, সাদা পোশাকে পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ ও হুন্ডা মোবাইল টিম ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে একাধিক ভুল চিকিৎসার অভিযোগ

আরিফুজ্জামান ফরজ। গ্রামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ। নব্বই দশকে তিনি গ্রামের স্কুল থেকে ৮ম শ্রেণী পাশ করেছেন। এরপর তিনি আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ বাজারে এক দাঁতের ডাক্তারের সহকারী (পিয়ন) হিসেবে কয়েক বছর কাজ করেন।

তিনি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেই মুন্সিগঞ্জ বাজারে মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল নামের একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করেন। নিজের নামের সাথে ডি.এম.এফ ও ডি.ডি.সি যশোর ডেন্টিষ্ট যুক্ত করেছে। গত ২ দশকের উপরে এ নাম যুক্ত টাইটেল ব্যবহার করে মানুষের সাথে প্রতারণা করে আসছে। নিজেকে ডিগ্রি প্রাপ্ত ডাক্তার হিসেবেও পরিচয় দিয়ে থাকেন।

ভুয়া ডিগ্রি ধারী ডাক্তারের বিরুদ্ধে একাধিক ভুল চিকিৎসার অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগীরা আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিখিত অভিযোগ জানালেও প্রতিকার মেলেনি। পূণরায় ওই ডাক্তার প্রকাশ্যে নারী-পুরুষের চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে।

ওই মেডিকেল ও ডেন্টালে অপারেশন থিয়েটার নোংরা আচ্ছিন্ন।সে নিজে ৮ম শ্রেণী পাশ হলেও দশম শ্রেণীর অদক্ষ সহকারী (পিয়ন) এর মাধ্যমে দাঁতের অপারেশন কার্যক্রম চালাচ্ছে। মহিলাদের জন্য নেই সহকারী (পিয়ন)। ছোট রুমে একাধিক বেড বিছানোর পাশাপাশি নেই ওয়াশ রুম।

অভিযোগকারী মুন্সিগঞ্জ এলাকার ব্যবসায়ী বলেন, গত ১ মাস পূর্বে উপজেলা নির্বাহি অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। তিনি আরো বলেন – ভুয়া দাঁতের চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা নিয়ে অনেক মানুষ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তিনি অশিক্ষিত। দাঁতের পাশাপাশি নাক, কান, গলার চিকিৎসা দিয়ে থাকেন।

আরেক ভুক্তভোগী শাহাদাত হোসেন জানান, গত কয়েক মাস পূর্বে স্ত্রীর দাঁতের চিকিৎসা করায়।সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁত তুলে এখনো দাঁতের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এবিষয় উপজেলা নির্বাহি অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ দিয়েও প্রতিকার মেলেনি।

উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুর জানান, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে তলব করা হয়েছে। দাঁতের চিকিৎসা দেবার জন্য নিষেধ করা হয়েছে। পূণরায় চিকিৎসা দিলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনা সীমান্তে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ২ লক্ষাধিক টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

দামুড়হুদার উপজেলার দর্শনা সীমান্তের কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ফুলবাড়ি গ্রামের খলিলের ছেলে খায়রুল বাশার মিলন ও তার পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে বসতবাড়ি থেকে নগদ লক্ষাধিক টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে গেছে সংঘবদ্ধ ডাকাতেরা। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১ টার দিকে ফুলবাড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, নগদ ১ লাখ ৯৭হাজার টাকা ও ১ জোড়া হাতের রুলিবালা অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে লুট করে নিয়ে গেছে বলে জানায় ভুক্তভোগীরা।

এলাকাবাসী সুত্রে জানা গেছে ডাকাতির এ ঘটনা ঘটে কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ফুলবাড়ি গ্রামের মালিতা পাড়ার প্রধান সড়কের পাশেই মিলনের বাড়ি দ্বিতলা ভবনে।

এর মধ্যে নিচতলায় পরিবার নিয়ে থাকতো খলিলের ছেলে মিলন। সেখানেই ঘটে ডাকাতির ঘটনা।

মিলন সাংবাদিকদের বলেন, রাত সাড়ে ১২ টার দিকে আমি ও আমার স্ত্রী বাহিরের বাথরুম যায় বাথরুম শেষে মিলন ও তার স্ত্রী ঘরের ঢোকার

সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ঘরে থাকা নগদ প্রায় দুই লাখ টাকা ও ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে স্ত্রীর হাতের বালা ও নাকের নথ নিয়ে পালিয়ে যাবার সময় মিলনকে হাত বাধা ও চোখ বন্ধ অবস্থায় দামুড়হুদার ফুলবাড়ি সীমান্তের ৫৪ টি পিলার অতিক্রম করে ভারতের সীমানায় নিয়ে গিয়ে খালের ধারে ফেলে ডাকাত দল পালিয়ে যায়। পরে পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা মিলনের চিৎকার শুনে ভারতীয় সীমান্তের খালের পাড় থেকে রাতেই উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে এলাকাবাসী মিলনকে । রাতেই ফুলবাড়ি সীমান্তের টহলরত বিজিবি মিলনের সাথে কথা বলেছে বলে জানান মিলন ও তার পরিবার। গত বৃহস্পতিবার সকালে মিলন দর্শনা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে বলে জানাগেছে।

মিলন আরো বলেন, তাদের প্রত্যেকের হাতে পিস্তল, ছুরি ও দেশীয় অস্ত্র ছিল। অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ফেলে পরিবারের সবাইকে। এরপর বাড়ির ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে নগদ ১ লাখ ৯৭ হাজার টাকা, হাতের রুলিবালা ও নাক ফুল নেয়।

ঘটনার পরপরই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ করেছে বলে জানান মিলন।

এবিষয়ে দর্শনা থানার এস আই স্বপন কুমার সরকার বলেন, ওসি স্যার আমাকে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থল পরিদর্শনের জন্য নির্দেশ দেন আমি সঙ্গে সঙ্গে ফুলবাড়ি মিলনের বাড়িতে যায়। সবকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সার্বিক তদন্ত শেষে মূল ঘটনার কথা বলা যাবে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ লুৎফুল কবির বলেন আমার অফিসার ঘটনাস্থলে যায়। ঘটনাস্থলে যেয়ে কোন সত্যাতা পায়নি। তবে ওদের মধ্যে চোরাচলানীর লাইনম্যান ভাগাভাগি নিয়ে মৃল ঘটনা।

দর্শনার জন্য আমরা সংগঠনের আয়োজনে মতবিনবিনিময় ও ইফতার

মাহফিল

দর্শনা হল্ট স্টেশনে সুন্দরবন আপ ও চিত্রা ডাউন ট্রেনের যাত্রাবিরতী ও ৬ দফা দাবি পরিস্মৃতি পর্যালোচনা আদায়ের লক্ষে মতবিনিময় ও ইফতার মাহফিল অনুষ্টিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের অফিসার্স ক্লাবে “দর্শনার জন্য আমরা” সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত সংগঠনের আহব্বায়ক আনারুল ইসলাম বাবুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, রবিউল ইসলাম বাবু, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি হুমায়ুন কবীর, নেতা আমির হোসেন, আখচাষী কল্যান সমিতির সভাপতি আঃ হান্নান, দর্শনা গণ উন্নয়ন গ্রন্থগারের পরিচালক আবু সুফিয়ান, রিকসা ও ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি হবা জোয়াদ্দার, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাবেক সভাপতি হানিফ মন্ডল, ইকরামুল হক পিপুল, সাবেক সাধারন সম্পাদক চঞ্চল মেহমুদ, আহসান হাবিব মামুন, প্রমুখ।

এসময় আলোচনায় বক্তারা বলেন, দর্শনা স্টেশনে মৈত্রী ট্রেনে যাত্রীদের আসন বরাদ্দ ও উঠানামার ব্যবস্থা থাকা এবং দুটি যাত্রীবাহী ট্রেন পূনঃচালুকরণ সহ ৬ দফা দাবি আদায়ের লক্ষে “দর্শনার জন্য আমরা” সংগঠনের আন্দোলনের অংশ হিসাবে ট্রেন অবরোধে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতার দেওয়া প্রতিশ্রুতি ১৫ রমজান পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আন্দোলনকারীদের দাবি-দাওয়া পূরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন। সেই সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে সংগঠনের নের্তৃবৃন্দরা পূণরায় বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় একইসঙ্গে ৪ থানার ওসিকে রদবদল ৭ টি পদে বদলী

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশের ৭ টি পদে বদলি ও পদায়নের মাধ্যমে রদবদল করা হয়েছে। জেলার ৫টি থানার মধ্যে ৪ টি থানা আলমডাঙ্গা, জীবননগর, দর্শনা, দামুড়হুদা ও বিশেষ শাখার ওসিকে বদলি ও সংযুক্ত করা হয়েছে। একইসঙ্গে ৪ থানার ওসি ও বিশেষ শাখার ওসিসহ ৭ কর্মকর্তা রদবদল হওয়ায় সকেলই আগে থেকে এই জেলায় কর্মরত আছেন।

বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল-মামুন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ বদলি ও সংযুক্ত করা হয়েছে।

অফিস আদেশে, চুয়াডাঙ্গা অপরাধ শাখার পুলিশ পরিদর্শক বিপ্লব কুমার নাথ আলমডাঙ্গা থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। জীবনগর থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গা লাইন ওআর মো. নাসির উদ্দিন মৃধা। দামুড়হুদা থানার ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদকে বদলি করে দর্শনা থানায় পাঠানো হয়েছে। জীবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল খালেককে সদর সার্কেল অফিসে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল ইসলামকে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ লুৎফুল কবীরকে জেলা বিশেষ শাখায় পাঠানো হয়েছে। সদর সার্কেল অফিস থেকে বিপ্লব কুমার সাহাকে সরিয়ে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক সদর কোর্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এর আগে ১৩ মার্চ চুয়াডাঙ্গা অপরাধ শাখার পুলিশ পরিদর্শক বিপ্লব কুমার নাথকে সদর কোর্টে বদিল আদেশ বাতিল করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম জানান, এটি নিয়মিত প্রক্রিয়ার অংশ। বদলির সময়পূর্ণ হওয়ায় একইসঙ্গে জেলার ৫ থানায় এমন রদবদলের ঘটনা।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

কার্পাসডাঙ্গা বাজারে তিন ব্যবসায়ীকে ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাষনের পক্ষ থেকে কার্পাসডাঙ্গা বাজার মনিটরিং ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তিন ব্যবসায়ীকে ১ হাজার চারশ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (ইউএনও) রোকসানা মিতা মনিটরিং করার সময় এ জরিমানা আদায় করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, মূল্য তালিকা দোকানে না টাঙ্গানোর অপরাধে সৈনিক স্টোরের মালিক আ: কাদের উকিলকে ভোক্তা সংরক্ষন আইন ৩৮ ধারা মোতাবেক ১হাজার টাকা অপরিচ্ছন্ন জায়গায় মুরগী বিক্রি করার অপরাধে ৫৩ধারায় জাহাঙ্গীর আলমকে ২শ টাকা ও একই ধারায় মিষ্টি বিক্রেতা আ: ছালামকে ২শ টাকা সহ সর্বমোট ১ হাজার চারশটাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রোকসানা মিতা কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক মুদি ও কাচামাল ব্যবসায়ীদের মূল্যতালিকা ছাড়া কোনো মালামাল বিক্রি ও রশিদ ছাড়া কোনো মালামাল কেনা যাবে না বলে সতর্ক করেন।

এছাড়াও তিনি ব্যবসায়ীদের উদ্দেশে বলেন অধিক লাভের আশায় কোন মালের কৃত্তিম সংকট সৃষ্টি করা যাবেনা। আমাদের চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে। তিনি সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত বাজার মনিটারিং করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কার্পাসডাঙ্গা বাজার দোকান মালিক মালিক সমিতির সভাপতি আলমগীর রাসেল সাধারন সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান কচি এবং বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক’রা। অভিযানে সহযোগিতা করে দামুড়হুদা মডেল থানা-পুলিশের একটি দল।

দামুড়হুদা হাউলীতে টিসিবির পণ্য পাচ্ছে না কার্ডধারীরা

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে টিসিবির পণ্য পাচ্ছে না কার্ডধারীরা। গতকাল বুধবার সকাল ৮টায় শুরু হয় টিসিবির পণ্য বিতরণ। কিন্তু যাদের নামে টিসিবির কার্ড আছে তারা পাচ্ছে না পণ্য।

সরজমিনে জানাগেছে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে গতকাল টিসিবির পণ্য বিতরণ করা হয়। বিতরণে কার্ডধারীরা পণ্য না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কার্ড থাকতেও নতুন করে করা হয়েছে টোকন ব্যাবস্থা। টোকন গুলো ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে ওয়ার্ডের মেম্বারদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা কার্ডধারীদের কাছে টোকন পৌঁছে দেবে এবং সেই টোকনে পণ্য উঠবে। এরকমই ব্যবস্থা করা হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সব কার্ডধারীদের কাছে নতুন টোকন পৌঁছে না দেওয়ার কারণে এমন উদ্ভটতম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে টিসিবির পণ্য পাচ্ছেনা প্রকৃত কার্ডধারীরা।

হাউলী ইউনিয়নে ২২০৬ জনের নামে টিসিবির কার্ড রয়েছে। কিন্তু প্রায় ৩/৪শো গ্রাহক এই পণ্য পায়নি। খোদ হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের আয়া হাজেরা খাতুন এর নামে টিসিবির কার্ড থাকা সত্বেও সে টোকন পায়নি। ফলে তার কার্ডে এমাসে সে পণ্য তুলতে পারেনি। এতো গেলো এক জনের কথা। ইউনিয়নে এরকম অসংখ্য মানুষ টিসিবির কার্ড থাকা সত্বেও টোকন পাইনি, ফলে পণ্য তুলতে পারেনি তারা। সব কিছুর অডিও ভিডিও রেকর্ড সংরক্ষণ আছে এই প্রতিবেদকের কাছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে জৈনক ব্যক্তি বলেন, শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে টোকনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে যাকে ইচ্ছা তাকে টোকন দেওয়া যায়। যাদের নামে টিসিবির কার্ড নেই মূলত তাদেরকেই টোকন দেওয়া হয়েছে। ফলে বঞ্চিত হচ্ছে টিসিবির প্রকৃত কার্ডধারীরা। একজন ব্যক্তির চার পাঁচটা কার্ডের পণ্য তুলতে দেখা গেছে। এমন অসংখ্য ব্যক্তি একাধিক কার্ডের পণ্য তুলেছেন। এতে কার্ডের সুষমবন্টন হচ্ছে না। ফলে দারিদ্রতা কমছে না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি মহৎ উদ্যোগ এই টিসিবির পণ্য বিতরণ। কিন্তু সরকারের কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য টিসিবির প্রকল্পের লক্ষ্য ব্যাহত হচ্ছে। এবিষয়ে অতি দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

এবিষয়ে ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান বলেন, যে টোকন জমা দিচ্ছে তাকে মাল দেওয়া হচ্ছে। আমার মাল বুঝ করে দেওয়ার দায়িত্ব। ইউনিয়নের ২২০৬ জনের টোকনের বিপরিতে মাল দেওয়া হয়েছে।

এবিষয়ে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বলেন, শুনেছি কেউ কেউ নাকি টোকন পায়নি। যার যার ওয়ার্ডের টোকন সেই সেই মেম্বারের কাছে বুঝ করে দেওয়া হয়েছে। আগামীতে যাতে টিসিবির প্রকৃত কার্ডধারীরা শতভাগ পণ্য নিতে পারেন সেই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রোকসানা মিতা বলেন, টিসিবির প্রকৃত কার্ডধারীরা যদি পণ্য না পায় তাহলে সরজমিনে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। টিসিবির কার্ড নিয়ে কোনরকম অনিয়ম মেনে নেওয়া হবেনা। সে যেই হোক তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদায় কৃষি সেবায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় কৃষি সেবায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ও কৃষকদের ক্ষমতায়ন প্রকল্প (চাষাবাদ) গভীর নলকূপ, এল এলপি, সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প মালিক সভাপতি সেক্রেটারি ম্যানেজারগণের সাথে সেচ মূল্য সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা ৩টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় রিসো’র বাস্তবায়নে উপজেলা

শিল্পকলা অডিটোরিয়াম হলে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রোকসানা মিতা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা কৃষক জোটের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শাহাজান আলী, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্মকর্তা অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস, উপজেলা কৃষক জোটের সভাপতি ইমতিয়াজ হোসেন, সি:সহসভাপতি সামসুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আজাদুর রহমান, সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্য হাসিনা বেগম, উপসহকারী কৃষি অফিসার মেহেদী হাসান, জালাল আহম্মেদ, বিএডিসি ক্ষুদ্র ছেচ প্রকল্প অফিসার দিদার – ই- খোদা, রিসোর প্রোগ্রাম অফিসার আদিল হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন, সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা। মনিটারিং ও ডকুমেন্টসন অফিসার দারুল ইসলামসহ ইউনিয়ন কৃষক জোটের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও সঞ্চালনায় ছিলেন প্রকল্প সমন্বয়কারী অফিসার মশিউর রহমান।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদে ভিডব্লিউবি পুষ্টি চাউল বিতরণ

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদে ভিডব্লিউবি নির্বাচিত উপকার ভোগীদের মধ্যে পুষ্টি চাউল বিতরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ১০টার সময় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে এই চাউল বিতরণের শুভ উদ্বোধন করা হয়। ২০২৩-২৪ চক্রের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারী মাসের চাউল বিতরণ করার মধ্যো দিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভিডব্লিউবি কার্ডের ৩৭৪ জন উপকারভুগীর কার্ডের চাউল বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে উক্ত চাউল বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

এসময় তিনি বলেন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী মহিলাদেরকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে আনার লক্ষ্যেই সামাজিক নিরাপত্তার বেষ্টনীর আওতায় ভিডব্লিউবি কার্ড দেওয়া হয়েছে। দুই বছর আপনারা ৩০ কেজি করে চাউল পাবেন। আপনাদের কথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভেবেছেন। তাই আপনারা এই সুবিধা পাচ্ছেন। প্রকৃত মানুষ যেন এই চাউল পাই সেদিকে সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ, ইউপি সচিব শামীম রেজা, ইউপি সদস্য সামসুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম, হাসান আলী, নূরুল ইসলামসহ সব ইউপি সদস্য ও উপকার ভূগীরা।